প্রাক্-কথন

পড়াশোনার সুবাদে বালুরঘাটে আসা যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন লোকের মুখে, শিক্ষক শিক্ষিকাদের মুখে বালুরঘাটের নাটকের কথা শুনেছি। কিন্তু বালুরঘাটে কি ভাবে নাটক হয় জানিনা দেখিনি কিন্তু মনের গহীনে এক স্বপ্ন জাগরুক ছিল নাটক দেখব। সৌভাগ্য বসত আমার কর্মজীবন শুরু হল বালুরঘাটে। ২০০৭ সালের পরে আমার চিন্তার জগতে আসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশেষ করে বালুরঘাটের নাট্যচর্চা বিষয়টি। এত প্রাচীন নাট্যচর্চা এবং দর্শকদের এত নাট্যনিষ্ঠ্যা, নাট্য পিপাসা, বালুরঘাটের নাটককারদের নাটক লেখার আগ্রহ, অভিনেতাদের শিল্পী সত্তা-এই সমস্ত কিছু উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এমনকি ভারতের নাট্যজগতে বালুরঘাট নিজেকে বিস্তারিত করেছে-এখানকার অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, নাটককার সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। ১৯০৯ সালের পূর্বে বালুরঘাটে নাটক হত। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ভাবে ১৯০৯ সাল থেকে শুরু। ১৯০৯ সাল থেকে বালুরঘাটে প্রচুর নাটক প্রযোজনা হয়েছে। প্রচুর নাট্যসংস্থা গড়েছে-ভেঙ্গেছে। বালুরঘাট শহর ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে। তারা নিয়মিত না হলেও নাটক পরিবেশন করছে। এই যে সময়ের ব্যাপ্তি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংস্থাগুলির নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাটককার, পরিচালক, নাট্যকর্মী যাঁদের দক্ষতা,পরিশ্রম ও সর্বোপরি ভালোবাসায় এই নাট্যচর্চা এখনও বয়ে চলেছে- তাঁদের সামান্য পরিচয়ও যদি লিপিবদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় একটা ইতিহাস তৈরি হবে/এবং মফ:স্বল বলে অবহেলিত বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের একটা স্থান হবে বাংলা নাটকের ইতিহাসে-এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯০৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বালুরঘাটের নাট্যচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামান্য রূপরেখা তুলে ধরা হল।

সুনয়নী বিশ্বাস
২৮.০৩.২০১৭